গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mor.gov.bd

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২য় অংশীজন সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. মো: হুমায়ুন কবীর সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	১২ জুন ২০২৩
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ (কক্ষ নং-৯৩০)

সভার উপস্থিতিঃ

সভায় মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিবগণ, বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ, রেলওয়ে পুলিশ ও বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজনসহ রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার উপস্থিতি **পরিশিষ্ট-'ক' তে** উপস্থাপন করা হলোঃ

২। **আলোচনাঃ**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, নিরাপদ, সাশ্রয়ী, দক্ষ ও পরিবেশ বান্ধব রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্য সমাধানের ক্ষেত্র নিরূপণে অংশীজন সভার গুরুত্ব অপরিসীম। অংশীজন সভায় অংশীজনদের মতামতের আলোকে রেলে পরিষেবার উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এজন্য সভাপতি উপস্থিত অংশীজনদের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

২.১। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) গত ০৭/১২/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত অংশীজন সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান এবং কোনো সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) সর্বশেষ অংশীজন সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

২.২। সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বর্ণিত তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, সিটিজেন চার্টার এবং শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি নিয়মিত ওয়েবসাইট ভিজিট করে সেবা গ্রহণ করার জন্য উপস্থিত অংশীজনদের অনুরোধ করেন এবং অন্যদের বিষয়টি অবহিত করার জন্য আহবান জানান।

২.৩। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভায় জানান, গত ১১/০৬/২০২৩ তারিখ স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ জাতীয় পর্যায়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়কে সরকারি প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে 'Initiative to Make Bangladesh Railway Tobacco Free' প্রজেক্ট সফলভাবে বাস্তবায়ন হওয়ার কারণে পুরস্কার প্রদান করেছে। এই প্রজেক্ট সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য যারা কাজ করেছেন তিনি তাদের ধন্যবাদ প্রদান করেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আর এস) জানান, সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মিটারগেজ অনেকগুলো কোচ এসেছে যা দিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে সোনার বাংলা এবং সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেন পরিচালিত হচ্ছে। এসব কোচে কেউ ধূমপান করলে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং এসি কোচে এসির কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। তিনি সভায় উপস্থিত অংশীজনদের এ

সমস্ত বিষয় জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে ট্রেনে কেউ যেন ধূমপান না করে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) জানান, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে এখনও ট্রেন চলাচল শুরু হয়নি। ট্রেন চলাচল শুরু হলে একটি কার্যকর কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করে এ রুটে পর্যাপ্ত ট্রেন পরিচালনা করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

জনাব আবু নাসের খান, চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) বলেন, গত কয়েক মাসে ট্রেনের টিকেট বিক্রিসহ সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় অনেক তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। অনলাইনে শতভাগ টিকেট বিক্রির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান। তিনি দেশের ওয়ার্কশপগুলোর উন্নয়ন করে দেশেই বগি, কোচ ও ইঞ্জিন তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মতামত প্রদান করেন। এছাড়া তিনি ট্রেনের আয় বাড়ানোর জন্য টিকেটের দাম বৃদ্ধি, রেলভূমি কার্যকরভাবে ব্যবহার, মালামাল পরিবহন বৃদ্ধি, নতুন নতুন রুটে ট্রেন পরিচালনাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে অভিমত দেন।

সৈয়দা অনন্যা রহমান, ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট, ধূমপানবিরোধী কার্যক্রমের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় জাতীয় পর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ পুরস্কার পাওয়ায় ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, টিম ওয়ার্ক এর সঙ্গে নেতৃত্ব প্রদান একটি বড় বিষয়। তিনি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে যোগ্য নেতৃত্ব প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন ট্রেনে ধূমপান বন্ধসহ জর্দা, গুল, পানের পাতাও কেউ যেন না খান সে বিষয়ে লিফলেট তৈরি করে ব্যাপক প্রচারের অনুরোধ করেন। কোড অব কন্ডাক্ট চূড়ান্তের বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য সভায় উপস্থাপনের জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, কোড অব কন্ডাক্ট চূড়ান্ত হয়েছে এখন প্রিন্টের কার্যক্রম চলছে।

জনাব সালমা মাহবুব, সাধারণ সম্পাদক, বিস্ক্যান, অনলাইনে শতভাগ ট্রেনের টিকেট বিক্রয়ের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রতিবন্ধীরাও যেন কাউন্টারে না গিয়ে অনলাইনে তাদের টিকেট ক্রয় করতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়া তিনি রেলভবনে প্রবেশের জন্য প্রবেশপথে র‍্যাম্পের ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান।

সভাপতি বলেন রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতিনিয়ত যাত্রীসেবার উন্নয়ন কাজ করে যাচ্ছে। আসন্ন ঈদুল আযহাতেও টিকেট বিক্রি ও ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে যেন যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্যে টিকেট ক্রয় করে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। তিনি বলেন, নতুন নতুন কোচ আসছে, কোচগুলো আধুনিক, আরামদায়ক যাত্রী এবং প্রতিবন্ধী বান্ধব। তিনি বলেন, ২০১৬ সালের পর থেকে রেলের টিকেটের দাম বৃদ্ধি করা হয়নি। কিন্তু কয়েকদফা ডিজেলের দাম বৃদ্ধি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কারণে রেল পরিচালনায় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ঈদুল ফিতরে রেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রচন্ড পরিশ্রম করেছে। এবারও ঈদুল আযহাতে সবাই আমাদের গৃহিত কার্যক্রম সফল করে বিপুল সংখ্যক মানুষকে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাবো। তিনি ঈদ যাত্রার এক সপ্তাহ আগেই প্রতিটি ট্রেনে এবং রেল স্টেশনে বিশেষ টিকেট চেকিং কার্যক্রম গ্রহণ এবং কঠোরভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩. আলোচ্য বিষয়, বিস্তারিত আলোচনা, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়ন দায়িত্ব নিম্নরূপ:

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	**ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ট্রেন চলাচলে টিকেট বিক্রি হতে রাজস্ব প্রাপ্তি:** ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে পদ্মা সেতু রেল লিংক প্রজেক্টের কাজের কারণে সাময়িক বন্ধ থাকা ট্রেন চলাচল পুণরায় চালু হলে অধিক সংখ্যক ট্রেন চলাচল এবং টিকেট বিক্রি হতে রাজস্ব প্রাপ্তির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে পুণরায় ট্রেন চলাচল শুরু হলে অধিক সংখ্যক ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করা এবং টিকেট বিক্রি হতে আরো বেশি রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি কার্যকর কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	১.মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২.অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৩.২	**রেলভবনে র‍্যাম্প স্থাপন:** সভায় প্রতিবন্ধীদের চলাচল স্বাচ্ছন্দ্য করার জন্য রেলভবনের নীচতলায় প্রবেশ পথে র‍্যাম্প স্থাপনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	রেলভবনের প্রবেশ পথে নীচতলায় র‍্যাম্প স্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৩	**রেল স্টেশন ও ট্রেনে ধুমপান বন্ধ, বিনাটিকেটে যাত্রী চলাচল রোধ এবং টিকিট কালোবাজারি প্রতিরোধ কার্যক্রম:** সভায় জানানো হয় সকল রেল ষ্টেশন ও ট্রেনে ধূমপান বন্ধ, বিনা টিকেটে যাত্রী চলাচল রোধ এবং টিকিট কালোবাজারি প্রতিরোধে ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণ আকস্মিকভাবে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করছেন।	সকল রেল ষ্টেশন ও ট্রেনে বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণ ধূমপান রোধ, বিনা টিকিটে যাত্রী চলাচল রোধ এবং টিকিট কালোবাজারি প্রতিরোধে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে প্রতিবেদন রেলপথ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন।	(ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। (খ) উপসচিব (প্রশাসন-৬), রেলপথ মন্ত্রণালয়। (গ) ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৪	**টিকেট চেকিং কার্যক্রম:** সভায় আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে যাত্রী চলাচল নির্বিঘ্ন করার জন্য ট্রেনে এবং রেল স্টেশনে টিকেট চেকিং কার্যক্রম ঈদযাত্রার এক সপ্তাহ পূর্বেই গ্রহণ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে ঈদযাত্রার এক সপ্তাহ পূর্বেই ট্রেনে এবং রেলস্টেশনে টিকেট কার্যক্রম গ্রহণ এবং কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৫	**সুশাসন প্রতিষ্ঠাঃ** সভায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। সভায় জানানো হয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচার কৌশল এবং সিটিজেন চার্টারে বর্ণিত কাজের বাস্তবায়নসহ সংশ্লিষ্ট সেবাবক্স নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।	রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত কার্যক্রম যথানিয়মে বাস্তবায়নসহ সেবাবক্স নিয়মিত হালনাগাদ অব্যাহত রাখতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। (২) যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। (৩) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪। সভাপতি উপস্থিত অংশীজনদের সভায় অংশগ্রহণ ও মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৮/০১/২০২১

(ড. মো: হুমায়ুন কবীর)
সচিব
রেলপথ মন্ত্রণালয়

D:\S.Admin-2\54.00.0000.008.05.011.21.docx